রমিজ নীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

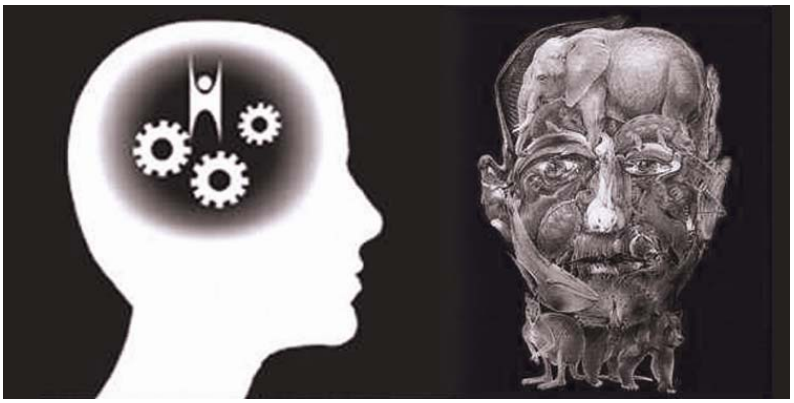

কর্ম অনুযায়ী ফলঃ

যে যা করেন তাই তার কর্ম। যিনি চাকুরী করেন চাকুরীর বেতন পেয়ে থাকেন। যিনি ব্যবসা করেন ব্যবসার লাভ লোকসান প্রাপ্য হন। যিনি কৃষি কাজ করেন তিনি কৃষির ফল পেয়ে থাকেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা প্রাপ্ত হন। আবার যিনি কিছুই করেন না তিনি কিছুই পান না।

অর্থাৎ, যে যা করেন তিনি তার ফল প্রাপ্ত হন। কর্ম করলে অবশ্যই তার একটি ফল আছে। ভাল করলে ভাল ফল, মন্দ করলে মন্দ ফল পাবেন। ইহাই পৃথিবীর চিরাচরিত প্রথা। এগুলো হচ্ছে পার্থিব কর্মের ফলাফল।

মহাগুরু রমিজের মতবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে পার্থিব কর্মের উপরন্তু আধ্যাত্মিক ও অধ্যাত্ম বিষয়ক কর্মের ফলাফলের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ জন্ম ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত যে কর্ম ও কর্মফল, তার কথাই বলা হয়েছে।

উক্ত কর্মাদি করতে হলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এবং জন্ম ও মৃত্যুর নিগুঢ় রহস্য মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুভব করতে হবে।

কোথায় ছিলে ? কোথায় এলে ? আবার কোথায় যাবে ? এ সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান পাবার জন্য মানুষ বহুকাল পূর্ব হতেই চেষ্টা করে আসছেন এবং সবার মনেই উক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান পাবার অনেক কৌতুহল ছিল।

পৃথিবীতে বহু ধর্ম, বহু পথ (তরিকা), বহু মত ও বহু জাতি বিদ্যমান আছে। সকল ধর্ম ও পথের বা মতের রচিত অনেক পুস্তক আছে। সংশিষ্ট পুস্তক পড়ে বা পুস্তকের মর্ম কথা জ্ঞানীগুণী লোকদের মুখে শুনে মানুষ অনেক পূর্ব হতেই উক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধানের অনেক কথা, অনেক কিছু অবগত হয়ে আসছেন ও হচ্ছেন। এর পরও মানুষের জানা ও বুঝার শেষ হচ্ছে না। আরো যেন কত কিছু জানা ও বুঝার আছে ! কে দেবে সে বুঝ ? কে জানাবে সে কথা ? কে সেই নিগুঢ় তত্ত্ববিদ ? সে কোথায় ? তাঁর ঠিকানা বা কোথায় ? কৌতুহলী মানব মনের কত কিছু জিজ্ঞাসা !

উক্ত জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান পাবার আশায় বহু পুস্তক পড়া, বহু নামকরা ওয়ায়েজিনে কেরামদের বক্তব্য শোনা, নামকরা দেশ-বিদেশের মাওলানা, মুফ্তি, পুরোহিত, পাদ্রি, ব্রাহ্মণ, প্রভুপাদ, পরমহংস, পীরে কামেল ইত্যাদি মহোদয়গণের মুখরোচক সুন্দর বয়ান, বাণী শোনা ও মুখস্ত করণ অনেক হয়েছে আরো কত কি ! তথাপি সৃষ্টি স্রষ্টা, জীবন মৃত্যু, কোথায় আসা যাওয়া হচ্ছে এর বিন্দু মাত্রও বুঝা, জানা ও উপলব্দি করা গেলোনা। কি বিস্ময়কর এ মহাবিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি ও স্রষ্টা।

এত কিছু জানা শোনার পরও চিন্তামণিদের ভিতর থেকে (হৃদয় থেকে) কে যেন বল্‌ছে আরো একজন আপন মানুষ (বন্ধু) রয়েছেন যিনি উল্লেখিত সকল প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধানের নিগুঢ় তত্ত্ব জানেন, বুঝেন এমনকি জানাতে পারেন, বুঝাতে পারেন এবং অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে দেখাতেও পারেন। আর যিনি মুর্শিদ (সদ্‌গুরু) তিনিই সে। মহাগুরু রমিজ আমার মনের সকল আবর্জনা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আদেশে কর্ম করে এলহাম প্রাপ্ত হয়েছি। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী ফলতে দেখেছি তাই আমার মুর্শিদ হলেন গুরু রমিজ। তিনি কর্মবাদী, বিশিষ্ট

জন্মান্তরবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। তিনি অন্তরযামীও ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত সর্বপ্রথম বাণী বইয়ে আত-চমৎকার বাস্তবমূখী উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

তাঁর ভাষায়- ***"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে***
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"

- ১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি
  কেহ নয় কারো সাথী, ভাল মন্দ সব কর্ম ফলে।
- ২। কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংরা, কেউ খেতে পায়না,
  কেউ করে আমিরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
- ৩। তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে
  আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে।
- ৪। যদি বল এসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবাই মিছা
  সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবেনা কোনকালে।
- ৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এক কথার নাই আগা মাথা
  ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে।

বাণী-০১ (অলৌকি সুধা)

এই বাণীর মূল বিষয় বস্তু হলো- পৃথিবীতে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী বা জীবের, জন্ম নিয়ে আসা এবং মৃত্যুর পর চলে যাওয়ার বিষয় নিয়ে।

গুরু রমিজের মতবাদ অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি হচ্ছে জীবন-চক্র নামক পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার একটি বিশেষ কর্মগতি বা কর্মফল ভোগ করার একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মানুষ কর্ম ফেরে বা কর্মের ভাল-মন্দ বিবেচনায় পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ কর্মফল ভোগ করার জন্য জন্ম নিয়ে আসতে হয়। ইহার যুক্তি হিসেবে তিনি তাঁর বিবেককে জিজ্ঞাসা করছেন

যে, এ পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংরা, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ আমির হয়ে জন্ম নিয়ে সুখে আছেন, তার কারণ কি?

যদি বলা হয় যে, তাহারা স্রষ্টার নিকট হতে যার যার অবস্থা চেয়ে এনেছেন। তবে বিষয়টি হলো এমন যে, স্রষ্টাতো সকলেরই পিতা। পিতা হয়ে যেমন তাঁর সন্তানকে জলে ফেলতে পারেন না বা ফেলে দিবেন না তদ্রুপ কোন লোক কানা লেংরা বয়রা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে হতে চাইলেও বিধি বা সৃষ্টির পিতা স্রষ্টা তা দিতে পারেন না, কারণ স্রষ্টা সর্ব পিতা হয়ে তাঁর সন্তানের অশুভ কামনা করতে পারেন না।

আবার যদি বলা হয় যে, ঐগুলো সবই বিধির ইচ্ছা- তাও হতে পারেনা। কারণ সৃষ্টির স্রষ্টা বা বিশ্বপিতা যদি যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং মানবকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়ে সেই মানবকেই ইচ্ছামত (স্রষ্টার ইচ্ছায়) কানা, বোবা, লেংরা ইত্যাদি আজাবে নিপতিত করেন তবেতো রাজা প্রজার কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সাধন ভজনেরও কোন দরকার হবেনা। কারণ স্রষ্টার ইচ্ছায়ই যদি সব হয় তবেতো তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন এবং যা ইচ্ছা তা-ই করবেন স্রষ্টাকে ডাকার কোন প্রয়োজন থাকছে না। তিনি নিজ ইচ্ছায়ই যদি সব করেন তবে তার সাধন-ভজন-প্রশংসা ইত্যাদি নিস্প্রয়োজন।

সর্বশেষে রমিজের বিবেক বল্‌ছে ঐগুলো সবই শোনা কথা। ইহাদের কোন যুক্তি নেই।

রমিজের বিবেক আরো বল্‌ছেন ***"কর্ম অনুযায়ী ফল"***। কর্মফল ভোগতেই হবে। মানবের কর্মের জন্য মানবই দায়ী, স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা যার যার কর্ম অনুযায়ী কর্মফল দিবেন। তিনি সূক্ষ্ম বিচারক। যে যেমন কর্ম করবে ঠিক তেমন কর্ম অনুযায়ী তার দেহ গঠন হবে।

নিজ স্বার্থের জন্য যদি কারো স্বভাব এমন হয় যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/বস্তু চোখে দেখেও বলে যে, আমি দেখি নাই। তা হলে সে চোখের

অপব্যবহার করলো। বিচারে সে কানা হওয়া উচিৎ এবং সে পরজন্মে কানা হয়ে জন্ম নিলে তা যুক্তিসংগত হবে। এমনিভাবে কেহ যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত, পাঁ, মুখ ইত্যাদির অপব্যবহার করতঃ অন্যের বিশেষ ক্ষতি করে তাহলে সে ঐ অঙ্গগুলো বিকৃত অবস্থায় নিয়েই পুনঃজন্ম নিবে। অসৎ কর্মের কারণেই পুনঃজন্ম হয়।

তাহলে যার যার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী। স্রষ্টা নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি সৃষ্টির পিতা। কেহ ইচ্ছা করে বিকৃত দেহ নিয়ে জন্ম নিবে- ইহা যেমন হতে পারেনা তেমনি সৃষ্টির পিতা ইচ্ছা করে তার সন্তানকে বিকৃত দেহধারী করে সৃষ্টি করতে পারেন না। যার যার জন্ম এবং দেহের গঠন তার তার নিজ কর্মফলে হয়। অর্থাৎ সবই আত্মকর্মের ফল।

উল্লেখিত বাণীটির শেষ পর্যায়ে রমিজ বলেন "ঠিক করে নেও কর্ম খাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে"। এই মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি। মুক্তি পেতে হলে মহাগুরু রমিজের বিধান মতে আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে হবে। তার মানে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হবে।

ধরাতে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হলে অথবা জন্মমৃত্যু রোধ করতে হলে বা জন্ম-চক্র হতে মুক্তি পেতে হলে মুক্তি লাভের সঠিক কর্ম তালাশ করতঃ উক্ত কর্মের মাধ্যমে আত্মার ভুল সংশোধন করতে হবে। তা হলেই জন্মরোধ হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

এখন সঠিক আধ্যাত্মিক কর্ম করার জন্য একজন নিষ্ঠা গুরু বা চেতন গুরু বা মহাগুরু রমিজের ভাষায় সদ্‌গুরু নামক এমন একজন পথ প্রদর্শকের বিশেষ প্রয়োজন। কেবল তিনিই আত্মার মুক্তির সঠিক কর্ম করণের এবং করানোর নির্দেশ, উপদেশ, আদেশ ইত্যাদি দিতে পারেন।

তাহলে আবার সদ্‌গুরু কে ? তিনি কোথায় থাকেন ? তাঁর পরিচয় কি ? কিভাবে তাকে চিনা যায় ? তাঁর কর্মাচরণইবা কি ? তার সবই জানতে হবে ।

এ বিষয়ে গুরু রমিজ একজন সদ্‌গুরু সম্বন্ধে বিস্তারিত জীবনাচরণ ও সংজ্ঞা লিখিতভাবে দিয়েছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

মহাগুরু রমিজের মতে নিষ্ঠাগুরুর (চেতনগুরু/সদ্‌গুরু) জীবনাচরণ নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

- ১। যিনি স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান এ মতবাদে মনে প্রাণে বিশ্বাসী এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে ইহার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন ও অন্যকে সম্যক বুঝতে সক্ষম।
- ২। যিনি সর্বজীবে দয়া করেন এবং কেন দয়া করেন তা তাঁর নিজ জীবনাচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেন ও অন্যকে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা উহা সম্যক বুঝাতে পারেন।
- ৩। যিনি **"কর্ম অনুযায়ী ফল"** এই মতবাদে বিশ্বাসী এবং নিজের জীবনাচরণ ও উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা অপরকে বুঝ দিতে পারেন।
- ৪। যিনি নিজে অন্য একজন মহা নিষ্ঠাগুরুর (চেতন গুরু) কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আত্ম পরিচয় লাভ করেছেন বা নিজকে নিজে চিনেছেন ও আত্মকর্ম দ্বারা অন্যকে তা বুঝাতে সক্ষম।
- ৫। যিনি তাঁর গুরুর মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা করেছেন এবং এই জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য ও সহায়তা করতে পারেন।
- ৬। যিনি তাঁর চেতন গুরুর মাধ্যমে নিজ আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, কুসংস্কার ও সর্ব প্রকার পাপাচার হতে মুক্তি লাভ করেছেন এবং মুক্তি লাভের এই নিগুঢ় রহস্য অন্যকে ব্যবহারিক কর্ম দ্বারা বুঝাতে সক্ষম।
- ৭। যিনি তাঁর নিজ দীক্ষা গুরুর আদেশ মোতাবেক দৈনন্দিন, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, আত্মিক ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ষড় রিপু ও ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করেছেন, গুরুসঙ্গ বন্ধ করেন নাই, কোন দিনও গুরুর আদেশ অমান্য করেন নাই।

- ৮। যিনি স্রষ্টার তরফ হতে প্রাপ্ত ওহী, এলহাম, দৈববাণী ও স্বপ্ন সাধন করতঃ এগুলোর নিগুঢ় ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং ব্যাখ্যা বাস্তবে পরিণত হয় এমন প্রতীয়মান করতে পারেন।
- ৯। যিনি রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করেছেন এবং তার তথ্য ও ভেদ বুঝতে পেরেছেন। অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চস্তর (মারফতের উচ্চস্তর) অর্জন করেছেন ও অন্যকে এই সাধনার পথ শিক্ষা দিতে সক্ষম।
- ১০। যিনি সাধনার স্তরে গিয়ে চেতন ও সদ্‌গুরুর আদেশে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন এবং উক্ত চরিত্র গঠনের বিষয়ে অন্যকে জ্ঞান দান করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

যে মহান ব্যক্তি উপরোল্লিখিতভাবে (১-১০) জীবনযাপন ও জীবনাচরণ করেন তিনি মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরুর যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

*(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গুরু রমিজ একজন সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণিত রূপে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এ লিখিত সংজ্ঞাটি রমিজ রচিত **"যুগ যুগান্তরের অলৌকিক কাহিনী"** নামক হাতে লিখা একটি পুস্তকে পাওয়া যায় এবং পুস্তকটি **"রমিজ বিধান ও মতবাদের"** রূপ রেখার দলিল হিসেবে তারই পরম শিষ্য ও কণিষ্ঠ্য ছেলে সন্তান এবং তাঁর উত্তরসুরী খন্দকার আমিরুল ইসলামের নিকট সংরক্ষণের নিমিত্তে হস্থান্তর করে যান)।*

<u>সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা:</u> "যিনি অন্তরযামী, সত্যের সন্ধানকারী কারো মনের সমস্ত আবর্জনা দূর করতে পারেন। যার সেবা করলে বা যার আদেশ অনুযায়ী কর্ম করলে দৈববাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু রোধ হয়। অনন্ত সৃষ্টির কৌশল হৃদয়ঙ্গম করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং অনন্ত শক্তির সঙ্গে মিশে অনন্ত কর্মে যোগদান করতে পারে তিনিই সদ্‌গুরু"।

এখন উক্ত সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা হতে ইহাই বুঝা যায় যে, সদ্‌গুরু লাভ করতে হলে একজন সত্যের সন্ধানকারী মহান ব্যক্তি হতে হবে।

<u>সত্যের সন্ধানকারী</u> ঃ যিনি কোন গুরু ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতালব্দ কান্ডজ্ঞান (Common Sense), সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge) ও বিবেক (consciense i.e. sence of right and wrong) খাটিয়ে ভালমন্দ বিবেচনা করতঃ সকল কর্ম সমাধা করতে পারেন, সাধারণতঃ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে পারেন ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার নিরব চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকেন তিনিই সত্যের সন্ধানকারী।

সত্যের সন্ধানকারী লোকগণ সর্বদা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টায় থাকেন।

তাই অধ্যাত্ম জগতের কোননা কোন লোকের সাথে সত্যের সন্ধান-কারী লোকদের জীবনের এক পর্যায়ে যোগাযোগ হয়ে যায়। আর সেটা বাস্তবে কিংবা দৈববাণী, এলহাম, ওহী ইত্যাদি যোগের মাধ্যমে হতে পারে।

"যে যারে চায়, সে তারে পায়
চাওয়ার মত চাইতে পারলে পায়"

মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরু এবং সত্যের সন্ধানকারী লোকদের আত্মার পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকে। এই প্রতিশ্রুতির কারণে যে কোন যোগের মাধ্যমে গুরু-শিষ্যের মিলন হয়ে যাবে। অতঃপর যার যার সংশ্লিষ্ট কর্ম

শুরু হয়ে যায়। আর এ কর্মই হলো আত্মার ভুল সংশোধনের (মুক্তির) কর্ম।

সদ্‌গুরু তার ভক্তকে মুক্তির কর্মের আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি দিবেন এবং ভক্ত সঠিকভাবে তা পালন করবেন এবং মুক্তি পাবেন। আত্মার মুক্তির কর্মের বিস্তারিত বিবরণ (রমিজ বিধান মতে) অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আত্মার মুক্তির জন্য মহাগুরু রমিজ আত্মকর্মের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কর্মকে অত্যন্ত বড় করে দেখেছেন। তাই, তিনি তাঁর সর্বপ্রথম বাণীতে যেমন আত্ম কর্মের কথা বলেছেন, তেমনি তার ১নং পুস্তকে (অলৌকিক সুধা) উপদেশ বাণী বা সিদ্ধবাক্য লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন কর্মের বিষয় নিয়ে এবং সমাপ্ত করেছেন কর্ম প্রসঙ্গ দিয়েই। পাঠক ও পন্থীদের সুবিধার জন্য আধ্যাত্মিক কর্ম সংশ্লিষ্ট সিদ্ধবাক্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো যাহার পুর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ অত্র পুস্তকে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কর্ম সংশ্লিষ্ট সিদ্ধবাক্য বা আপ্তবাক্য সমূহ

সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম
বিশ্বমাঝে কর্মছাড়া নাহি কোন ধর্ম। উপদেশ-০১ (অলৌকিক সুধা)

কর্ম ছাড়া ধর্ম কি জগতে দেখিনা
ধর্ম সব দলাদলি আসলে আত্মার কামনা। উপদেশ-০৮ (অলৌকিক সুধা)

প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য
একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত। উপদেশ-১৬ (অলৌকিক সুধা)

কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত। উপদেশ-৩৭ (অলৌকিক সুধা)

ধর্ম কর্ম কোন্‌টি সত্য দেখিও ভাবিয়া
না বুঝিয়া মিথ্যা কথা যাইওনা বলিয়া। উপদেশ-০৫ (স্বর্গের সুধা)

যে কর্ম সত্য বলি পেয়েছ প্রমাণ
ভুলিওনা যে পর্যন্ত দেহে আছে প্রাণ। উপদেশ-১২ (স্বর্গের সুধা)

নির্দিষ্ট রয়েছে যাহা তোমার কর্মে বিধানে
তাহাই ভূগিতে হইবে আনন্দিত মনে। উপদেশ-১৩ (স্বর্গের সুধা)

স্রষ্টার দয়া কর্মফল যে জানে সত্য-
ইচ্ছাকৃত জীবন মরণ সেই ভবে মুক্ত। উপদেশ-০৩ (স্বর্গে আরোহণ)

পূণ্যাত্মা যেইজন আসেনা আর ফিরে
কর্মফলে পাপাত্মার জন্ম বারে বারে। উপদেশ-১৯ (স্বর্গে আরোহণ)

গুরু রমিজ কর্ম, কর্মফল, কর্মবাদ ও সংশ্লিষ্ট জন্ম ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাঁর রচিত উপরোল্লিখিত উপদেশ বাণীতে যেমন বলেছেন তদ্রুপ তাঁর রচিত অনেক মরমী ও ধ্রুপদি সঙ্গীতে উল্লেখ করেছেন। তার অল্পকিছু নিম্নে উদৃত করা হলো ও রমিজ বিধান মতে বিশ্লেষণ দেওয়া হলো।

আসা যাওয়া জীবে সর্বদায়
কর্ম ফেরে এ সংসারে
ঠেকিয়াছ বিষম দায়।

১। চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট
জীবের জীবন মহাকষ্ট, বন্দী সবে জেল খানায়।
২। সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ
শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায়।
৩। কর্ম জীবের আসল তত্ত্ব, কর্ম বলে জীবন মুক্ত
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবেনা কার কথায়।
৪। রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস
জন্ম মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায়।

বাণী-০২ (অলৌকিক সুধা)

আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে
মন্দ করলে হয়রে মন্দ
ফল ভোগে তার অবশেষে।

(৪) রমিজ কয় *কর্মফল, এইমাত্র তোর আছে সম্বল*
শয়তানে কি দোষী বল, পথ হারালী অবিশ্বাসে।

বাণী-০৪ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া
তুমি আমি এক সূতে বাঁধা
জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া ।

(১) যার *যে কর্মে আসে পুনঃ কর্ম মতে হয় গঠন*
কর্মফল হয় না কর্তন, এই হইল বিধানের ধারা ।

(৪) রমিজ কয় *চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি*
আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা ।

বাণী-০৭ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মন কার জন্যে তোর এই চাকুরী যাবার কালে
সব যাবে ফেলে খাটবেনা তোর বাহাদুরী ।

(২) *কর্ম ফলে এই ভূমণ্ডলে*, ঘুরে বেড়াও নিজের ভুলে
বেলা নাই দেখ নয়ন খুলে, ডুবে যায় তোর সাধের তরী ।

(৩) *আসলি কর্মের পাইতে খালাস*, ইচ্ছায় কেন নিতেছ ফাঁস
বধ করলে বধ হবে বিশ্বাস, জ্ঞানের চক্ষে দেখ চিন্তা করি ।

বাণী-০৮ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

তোরে আর কত বুঝাব বলিয়া
অন্ধের সামনে ধরিলে দর্পণ
কি ফল হবে দেখ ভাবিয়া ।

(৩) *যার যে কর্মফল আছে সে ভূগিবে*, নররূপে কিংবা যাইয়া পশুতে
না হলে আত্মজ্ঞান, নাহি পরিত্রাণ, প্রতি ঘটে বেড়ায় ঘুরিয়া ।

(৪) *রমিজ বলে কর কর্মের সন্ধান, কি কর্মে তুই পাবি পরিত্রাণ*
হলে আত্মজ্ঞান, দেখবি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যক্ত হবে সত্য দেখিয়া ।

বাণী-১০ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

কারে কর তুমি ডাকা ডাকি
কোথায় ছিলে কোথায় এলে
কোথায় যাবে পথ ভোলা পাখী ।

(১) ডাকলে কিন্তু দেয়না সাড়া, ডেকে ডেকে আত্মহারা
শোনেনা সে কর্ম ছাড়া, বিচার কর কি আছে বাকি ।

(৪) *নিজের কর্ম হইলে বিশ্বাস,* রমিজ বলে মিলবেরে পাশ
হবেনা কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী ।

বাণী-১১ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মন দেখে যা তুই এ সংসারে
বলি তোরে তোর কর্ম ফেরে
আসা যাওয়া বারে বারে ।

(১) যার হয়েছে আত্মবোধ, *তার হইলে কর্ম রোধ*
হইল সে খোদে খোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে ।

(২) আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে ।

(৩) কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, *কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম*
ডাকা ডাকিতে হয়না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে ।

বাণী-১৩ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

দেখলিনা মন চিন্তা করি
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম
ঘটে ঘটে ঘুরা ফিরি ।

(১) আসলি *কর্মের পাইতে মুক্তি,* প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি
দেখে শুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরী ।

(৩) *কর্ম দিয়া কর্ম মুক্ত,* দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য আর কিছু নাই সব ছল চাতুরী ।

(৪) রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, *কর্ম দিয়া কর্ম রোধ*
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী ।

বাণী-১৫ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মিছে কেন ডাকা ডাকি
কে দেখল তারে নিরাকারে
দেখলে তুমি আন সাক্ষী ।

(১) মনরে *যার যে কর্মে হল আকার,* পশু পাখি নর যত প্রকার
প্রাণী ছাড়া কোথায় জায়গা তাঁর, বিচার কর খুলি জ্ঞানের আঁখি ।

(৪) মনরে রমিজ কয় আমি দেখছি নিরাকার,
আমার মত নাই একই প্রকার
যেমনি কর্ম তেমনি আকার, ফল ভোগে তার জীবে থাকি ।

বাণী-১৬ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়
দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায় ।

(৩) মনরে মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর
বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পয়সা চায় ।

বাণী-১৭ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মনরে তুই হোসনে বেঈমান
ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য জানিয়া তুই রাখিস ঈমান।

(১) ধর্মে আছে মন্ত্র ভরা, প্রাণী বধের এই এক ধারা
পাপপূণ্য হয় কর্মের দ্বারা, সে কর্মের আর নাই পরিত্রাণ।

(২) এক ধর্মে করে কোরবান, আরেক ধর্মে দেয় বলীদান
উবুত চিতে বধ করে প্রাণ, *দুয়ের কর্ম একই সমান।*

বাণী-০১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

বল রাজ্যে অবিচার কেনে
তুমি বিচার কর্তা জানাও বার্তা
নালিশ করি শ্রী চরণে।

(৩) রমিজ কয় রাখ জেনে, পুনঃজনম এই ভূবনে
বেহেস্ত দোযখ এইখানে, *যার যে জন্ম কর্ম গুণে।*

বাণী-০৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

মা তোরে কে বলে কালী
তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া
ভক্তেরে দেও চরণ ধূলী।

(২) *সন্তানে কুকর্ম করে* মা বিনে আর কে সম্বরে
যদ্যপি কুসন্তান মরে, মায়ে নেয়গো কোলে তুলি।

বাণী-০৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

ঠেকলি মন তুই ভব মাঝে আসিয়া
দেখনা চাইয়া দিন যায় গইয়া
কে রাখবে আর ধরিয়া ।

(২) মনরে আসলি ভবে প্রতিশ্রুতে, *কর্ম করবি দিনে রাতে*
তরী ডুবালি নিজ ইচ্ছাতে, বিধির বিধান বাদ দিয়া
যুগে যুগে রাখি সংগে কেন গেলে ভুলিয়া ।

(৩) মনরে পাপে বোঝাই ছিল তরী, পাড়ি দিলাম তারাতারি
ঘাটে এসে ডুবল তরী, রাখতে নারি ধরিয়া
রমিজ বলে কর্ম ফলে, ঘটে ঘটে যাবি চলিয়া ।

বাণী-১৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

নাইরে বাকী মেলরে আঁখি রাখা দায়
তরীর মাঝি কর রাজি
নইলে ঠেকবি গুদারায় ।

(৩) মনরে রমিজ বলে চিন্তা কর, *মাঝির ইচ্ছায় কর্ম কর*
বেলা থাকতে পারি ধর, চলে যাও চিনা রাস্তায়
দেও দাসখত করি দস্তখত, আসা যাওয়া নিজ ইচ্ছায় ।

বাণী-১৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

বেলা থাকতে ফিরে আয়
দিন ফুরাল সন্ধ্যা প্রায় ।

(৩) রমিজ বলে মিছে সংসার, কেন বল আমার আমার
কর্ম মতে জন্ম যার যার, কর্মরোধ গুরুর কৃপায় ।

বাণী-১৬ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

ভাবিয়া কেন দেখলিনা
ভবে কে তোর আপনা ।

(২) আমি বলি কর স্তুতি, *পূর্ব কর্মের পাবি মুক্তি*
দিয়া আসলে প্রতিশ্রুতি, সকল তোর হবে জানা ।

বাণী-২৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

কেনরে তুই বুঝলিনা এখন
দেখনা ভেবে কেউ নয় ভবে নিশার স্বপন ।

(২) রইতে পারবিনা কোন মতে, ভেসে যাবি তুই কাল স্রোতে
যাবিরে তুই কর্ম মতে, চৌরাশি ভ্রমণ ।

বাণী-২৬ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

দেখরে তোর দিন নাই বাকী
ঘুমে রইলি তোরে বলি মেলরে আঁখি ।

(৩) রমিজ কয় *চাও কর্মের মুক্ত,* লিখে দেও দাসখত
সত্য যাহা করবে ব্যক্ত, হৃদয়ে থাকি ।

বাণী-৩১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

অচিনা এক পাখী কি সুন্দর
দীল কাবাতে নিজ ইচ্ছাতে
বিরাজ করে নাই তার ডর ।

(২) পাখি কেবল আসে যায়, *এ কর্ম তার, সর্বদায়রে*
শোনে নারে ধরিলে পায়, ফেলে যায় সে খালি ঘর ।

বাণী-৪২ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

হারা হলি তুই জনমের মতন
অবহেলে দিলি ফেলে,
চিনালিনা অমূল্যধন ।

(১) পরম আশ্রয় দাতা, *লিখে ছিল তোর কর্মখাতা*
মানবের কর্মকর্তা তোর প্রতি ছিল অর্পণ ।

(২) হইলনা তোর সর্বস্ব দান, লঙ্গন করলি বিধির বিধান
এবার তোরে কে করবে ত্রাণ, *তোর কর্মে তোর সব কর্তন ।*

বাণী-৪৬ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

উপায় নাই তোর কোথায় যাবি বল
যথায় যাবি ফিরে আসবি,
খাটবেনা তোর কোন ছল ।

(৩) রমিজ বলে ভুলে গেলি, আসলে তুই বিনাশ হলিরে
জন্মমৃত্যু ইচ্ছায় নিলি, *কর্ম মতে পাবি ফল* ।

বাণী-৫৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

কি যন্ত্রণা এ সংসারে
ভুলতে চাই ভুলতে পারিনা
ঠেকিয়াছি মায়াফেরে ।

(৩) রমিজ বলে *কর্ম ফলে, আসা যাওয়া ধরাতলে*
রাখ মাগো চরণ তলে, *কর্মের মুক্তি দেও আমারে ।*

বাণী-১০ এর (স্বর্গে আরোহণ)

মাগো এবার কর বিচার
কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন
জানাই গো চরণে তোমার ।

(২) প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধী, *অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী*
তারা মহা অপরাধী, শাস্তি ভবে দিওনা কার ।

বাণী-১৩ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনে মনে কর বিচার
চিন্তা করি দেখ তুমি
কর্মমতে জন্ম যার যার ।

(৪) রমিজ বলে যে চায় তারে, ঘৃণা লজ্জা ফেলে দূরে
বুক ভাষায় আঁখি নীরে, *কর্মের মুক্তি চায় বারেবার ।*

বাণী-২৩ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনরে তুই দেখরে চাইয়া
নাইরে উপায় বলি তোমায়
আখের হল এ দুনিয়া ।

(৪) রমিজ বলে এই ধরাতে, *কর্ম কর দিনে রাতে*
মুক্তি গুরুর চরণেতে, জাতে জাতে যাও মিশিয়া ।

বাণী-২৫ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

আর আমি বুঝাব কত
ইচ্ছা করে করিলে পাপ
খেটে মরবি অবিরত ।

(২) দেখে শুনে হলি কানা, *কর্মফল তোর সকল জানা*
কর্মফল কাটা যাবেনা, পারবিনা করিতে ব্যক্ত ।

(৩) রমিজ বলে বলবো কি আর, *কর্মমতে যার যে বিচার*
সৃষ্টি জীব যত প্রকার, কারো ফাঁসী কেউ মুক্ত ।

বাণী-২৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

দেখ মাগো বিচার করে
ইচ্ছা করে খেয়েছ বিষ,
কেবা দোষী এসংসারে ।

(৩) রমিজ কয় যা পাপ তোমার, সকলের নিয়াছি ভার
ইচ্ছা ছিল করিব উদ্ধার, *অসৎ কর্মে রাখে ধরে ।*

বাণী-২৮ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

পারবিনা কিছু নিতে
যাবিরে খালি হাতে ।

(৩) *রমিজ বলে কর্মফল*, এইমাত্র তোর সঙ্গের সম্বল
হৃদয়ে যেই ত্রিবেণীর জল, স্নান কর সে জলেতে ।

বাণী-২৯ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

বল কি হবে তোমার
কর্ম মতে নাই নিস্তার ।

(১) *কর্ম মতে আসে আর যায়*, ফল ভোগে তার যথা তথায়
স্বর্গ নরক এ ধরায়, ভাবিয়া দেখ একবার ।

বাণী-৩৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

গুরু না করলে গ্রহণ
কর্মফল হয়না কর্তন ।

বাণী-৪৩ এর স্থায়ী (স্বর্গে আরোহণ)

ঠেকলিরে কর্ম ফেরে
দোষ দিবি তুই আর কারে ।

(১) *কর্ম দোষে সব হারালি*, দেখরে তুই নয়ন মেলি
সাধের দিন তোর গেল চলি, পাবিনা তুই আর ফিরে ।

বাণী-৪৫ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

গেল দিন না পাওয়া যায়
ভুলিস না তুই কার মায়ায় ।

(৩) *রমিজ বলে কর্ম সত্য, কর্ম বলে জীবন মুক্ত*
গুরুর সেবা কর নিত্য, মুক্তি পাবি তাঁর কৃপায় ।

বাণী-৪৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

চেয়ে দেখ আর নাই বাকী
কত কাল দিবি ফাঁকি ।

(৩) রমিজ কয় দেও দাসখত, *সকল কর্মের পাবি মুক্ত*
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, দেখ তোর হৃদয় থাকি ।

বাণী-৫১ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

তুই চলছ তোর মন মত
আর তোরে বুঝাব কত ।

(১) মুখে ভাল অন্তরে ফাঁকি, সর্বজীব তোর আছে সাক্ষী
কর্মফল তোর সামনে বাকী, ভুগবি তুই অবিরত ।

(২) গুরু পদে হলিনা গ্রহণ, অসৎ লোক তোর হৃদয়ে স্থাপন
তাদের জন্য মন উচাটন, *কুকর্মে থাকিস রত ।*

বাণী-৫২ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

কোথায় নাই তোর ঠিকানা
ভাবিয়া কেন দেখলিনা ।

(২) *করে দেখ তোর কর্মের বিচার*, মানব জনম পাবিনা আর
আসবি যাবি বারে বার, কত পাবি যন্ত্রণা ।

বাণী-৫৪ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

কেমনে তুই কাল যমুনা হবি পার
পারের সম্বল নাই তোর হাতে
আসবি যাবি বারে বার ।

(১) কাল নদীর স্রোতের টান, বাঁচবেনারে কারো প্রাণ
রাজা প্রজা এক সমান, *কর্ম মতে হয় বিচার*
দিলে পাড়ি আসবি ফিরি, কোথায় জায়গা নাইরে তোর ।

বাণী-৫৬ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনরে বুঝবি পাইলে সমন
আসলি ভবে যেতে হবে
কেন নাই স্মরণ ।

(৩) রমিজ বলে *মান কর্ম, কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম*
গুরুর কাছে জানলে মর্ম, তার নাই মরণ ।
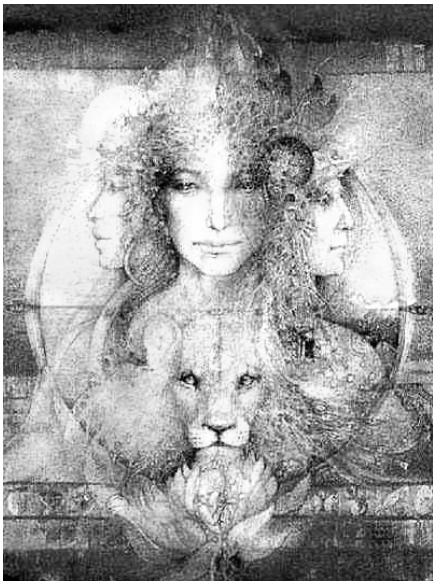
বাণী-৬৬ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)